গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১/আই,পরিবাগ,ঢাকা
www.hindutrust.gov.bd

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ১০৩তম ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ
সভার তারিখ ও সময়	:	০৬/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ, সকাল- ১১:০০ ঘটিকা
সভার স্থান	:	অনলাইন জুম সফটওয়ারের মাধ্যমে সভা
সভায় সম্পৃক্ত	:	পরিশিষ্টতে ছবি সংযুক্ত

১. শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি
২. শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, এমপি
৩. মোঃ নুরুল ইসলাম
৪. শ্রী সুব্রত পাল
৫. অ্যাড. ভূপেন্দ্র ভৌমিক দোলন
৬. শ্রীমতী রেখা রানী গুণ
৭. শ্রী সুভাষ চন্দ্র সাহা
৮. অধ্যাপক ড. অসীম সরকার
৯. অধ্যাপক ডাঃ প্রাণগোপাল দত্ত
১০. শ্রী বাবুল শর্মা
১১. শ্রী তপন কুমার সেন
১২. শ্রী অংকুর জিৎ সাহা নব
১৩. শ্রী নান্টু রায়
১৪. শ্রী শ্যামল সরকার
১৫. শ্রী ভানুলাল দে
১৬. শ্রী অশোক মাধব রায়
১৭. ইঞ্জিনিয়ার পি. কে. চৌধুরী
১৮. কৃষিবিদ বিশ্বনাথ সরকার বিটু
১৯. শ্রীমতী ববিতা সরকার
২০. অ্যাড. অসিত কুমার সরকার
২১. ইঞ্জিনিয়ার রতন দত্ত
২২. শ্রী সুরঞ্জিত দত্ত লিটু
২৩. শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস
২৪. শ্রী রণজিৎ কুমার
২৫. শ্রী বিষ্ণু কুমার সরকার

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর সভা পরিচালনার জন্য সভাপতি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সচিব শ্রী বিষ্ণু কুমার সরকারকে অনুরোধ করেন।

ট্রাস্টের সচিব সভায় আলোচনা শুরু করেন। এ সময় সম্মানিত ট্রাস্টি শ্রী শ্যামল কুমার সরকার আজকের সভার সভাপতি ও মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, দেশ ব্যাপি করোনার কারনে বিপর্যস্থ সকল কার্যক্রমের মধ্যেও তিনি হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য আজকের এই ভিডিও সভায় উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বলেন যে, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে করোনায় মৃত হিন্দুদের সৎকারে বিশেষ নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন যে, এই পরিস্থিতিতে করোনার কারনে অস্বচ্ছল হিন্দুদের সহায়তা করতে তিনি সরকারি বিধি বিধান মেনে কি করে সহজে প্রকৃত গরীবদের সহায়তা করা যায়, সে বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সভাপতির মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এরপর সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আলোচ্য বিষয় ১ অনুযায়ী হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের গত ০৩/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ১০২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কোন আপত্তি না থাকলে তা দৃঢ়করণের প্রস্তাব দেন । উপস্থিত সকল সদস্য ১০২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ১: হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের বিগত ০৩/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত ১০২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হল।

আলোচ্য বিষয় ২। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটিসমূহের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ পর্যালোচনা;

ট্রাস্টের সচিব সভায় জানান যে, ১০২তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কমিটিসমূহের অনুষ্ঠিত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত/সুপারিশ নিম্নরুপ-

প্রশাসনিক কমিটির সভা:

বিগত ১৪/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখে প্রশাসনিক কমিটির সভাপতি শ্রী অশোক মাধব রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটির সকল সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সরকারের অতিরিক্ত সচিব (প্রাক্তন) শ্রী প্রণব চক্রবর্তী ও অতিরিক্ত সচিব (প্রাক্তন) শ্রী পরিমল কুমার দেবের সহযোগীতায় প্রশাসনিক কমিটি কর্তৃক "হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮" এর কার্যপরিধি অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত নতুন জনবল কাঠামো, চাকুরির নিয়োগবিধি ও প্রবিধানমালার পূর্নাঙ্গ প্রস্তাবটি ট্রাস্টি বোর্ড সভায় উপস্থাপন, আলোচনা ও অনুমোদনের পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হবে। প্রশাসনিক কমিটির এ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি সভায় আলোচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

আলোচনা: প্রশাসনিক কমিটির প্রস্তাবিত নতুন জনবল কাঠামো, চাকুরির প্রবিধানমালাটি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য প্রস্তুতকৃত নতুন জনবল কাঠামো এবং চাকুরির নিয়োগবিধি ও প্রবিধানমালার পূর্নাঙ্গ প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান।

হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক সচিব ও বর্তমানে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) শ্রী রঞ্জিত কুমার দাস সভায় অবহিত করেন যে, ১৯৮৩ সালে এই ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা হলেও বিগত ৩৭ বছরে ট্রাস্টের জনবল কাঠামো, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি এবং চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন হয়নি। ইতোমধ্যে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রনীত "হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৮" অনুযায়ী ট্রাস্টের কাজের পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধি করা হয়েছে। ট্রাস্টের কাজের পরিধি ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে ঢাকায় ট্রাস্টের প্রধান অফিসের পাশাপাশি, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে ট্রাস্টের সারাদেশের ব্যপক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সহযোগীতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি অস্থায়ী এবং যে কোন সময় বন্ধ হয়ে গেলে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সারাদেশ ব্যাপি চলমান কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিবে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ফলে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে পারে। এমতবস্থায় ট্রাস্টের প্রধান অফিসের জনবল ১২৩ জন, প্রতিটি বিভাগে ১২ জন করে ৮টি বিভাগে মোট ৯৬ জন এবং প্রতিটি জেলায় ৮জন করে ৬৪টি জেলায় মোট ৫১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে সর্বমোট ৭৩১ জনের নতুন জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং আজকের সভার সভাপতি জানতে চান যে, ইতোপূর্বে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রেরিত জনবল কাঠামো কোন পর্যায়ে আছে। তখন সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট জানান যে, ইতোপূর্বে প্রেরিত জনবল কাঠামো ও নিয়োগবিধির প্রস্তাবটি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অপেক্ষায় রয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বলেন যে, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্বের ট্রাস্টি বোর্ড হতে আরও গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে গঠন করা হয়েছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের জনবল সংক্রান্ত প্রস্তাবটি পূর্বের তুলনায় আরও উন্নতমানের হবে । ফলে, প্রশাসনিক কমিটি কর্তৃক হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর জনবল কাঠামো, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগবিধি এবং চাকুরি প্রবিধানমালার নতুন প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং তা পর্যালোচনার করার জন্য তিনি সচিব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন। তিনি এ বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্যের মতামত চাইলে সবাই সভাপতির সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ২(ক): জনবল সংক্রান্ত **পরবর্তী** কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নতুন জনবল কাঠামোর প্রস্তাব, চাকুরি প্রবিধানমালা ও নিয়োগবিধি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

গীতা পাঠ প্রতিযোগীতা বাস্তবায়ন কমিটির সভা:

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় জানান যে, বিগত ১৪/০৩/২০২০ খ্রি: তারিখে গীতা পাঠ প্রতিযোগীতা বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. অসীম কুমার সরকার এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

সিদ্ধান্ত i): পবিত্র গীতা পাঠ প্রতিযোগীতার জন্য নিম্নরূপ নীতিমালা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল-

পবিত্র গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার নীতিমালা:

ক. দেশের প্রতিটি জেলায় গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

খ. প্রতিযোগিতা তিনটি গ্রুপে অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ তিনটি হল-

'ক' গ্রুপ-তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীগণ

১৫/৩/২০২০

'খ' গ্রুপ-ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীগণ

'গ' গ্রুপ-নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীগণ

গ. প্রতিযোগিদের জন্য নির্ধারিত সিলেবাস-

'ক' গ্রুপ-তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীগণের জন্য পবিত্র গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১ম পাঁচটি শ্লোক থেকে পরীক্ষা নেয়া হবে।

'খ' গ্রুপ-ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীগণের জন্য পবিত্র গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাঁচটি শ্লোক থেকে পরীক্ষা নেয়া হবে।

'গ' গ্রুপ-নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীগণের জন্য পবিত্র গীতার নির্বাচিত ৪৮টি শ্লোক থেকে পরীক্ষা নেয়া হবে।

ঘ. পরীক্ষার মান বণ্টন-

লিখিত পরীক্ষা হবে ২০ নম্বরের। প্রশ্ন হবে এমসিকিউ টাইপের।

গীতা পাঠের জন্য ৩০ নম্বর। এর মধ্যে উচ্চারণে ২০ নম্বর এবং পোষাক ও অন্যান্যতে ১০ নম্বর।

ঙ. প্রতি গ্রুপ থেকে ৩ জনকে বাছাই করা হবে। জেলা পর্যায়ে বিজয়ীরা বিভাগীয় পর্যায় অংশগ্রহণ করবে। বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীরা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

চ. প্রত্যেক বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিন গ্রুপে মোট ৯ জনকে পুরস্কৃত করা হবে।

সিদ্ধান্ত-ii) পবিত্র গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টির সভাপতিত্বে ৭ সদস্যের জেলা কমিটি করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

সিদ্ধান্ত-iii) পবিত্র গীতা পাঠ প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের জন্য সনদসহ ক্রেষ্ট/ মেডেল রাখার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় গীতা পাঠ প্রতিযোগীতা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার জন্য প্রস্তাব করেন।

আলোচনা: সভায় গীতা পাঠ প্রতিযোগীতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, দেশে করোনার কারনে সৃষ্ট সার্বিক পরিস্থিতিতে গীতা পাঠ প্রতিযোগীতা কমিটির গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

সিদ্ধান্ত ২ (খ): চলতি অর্থবছরে গীতা পাঠ প্রতিযোগীতার কমিটির গৃহিত সুপারিশসমূহ বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হল।

<u>তীর্থভ্রমণ বাস্তবায়ন কমিটির সভা:</u>

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় অবহিত করেন যে, ১৮/০৩/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত তীর্থভ্রমণ বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

ক. পুরী-গয়া-এলাহাবাদ-বৃন্দাবন-মথুরা-কাশী হয়ে মায়াপুর-কলকাতার প্রধান প্রধান মন্দিরগুলো তীর্থভ্রমণের অংশ হবে।

খ. এসি বাসে ভ্রমণ অনুষ্ঠিত হবে এবং তীর্থযাত্রী প্রতি খরচ ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) টাকার মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

গ. তীর্থযাত্রা আগামী ৪ জুন ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০ দিনের জন্য শুরু করার প্রস্তাব নির্ধারণ করা হল এবং একমাস আগে ৩-৫ সদস্যের একটি টিম সরেজমিনে গিয়ে দেখে আসবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

ঘ. গাইড হিসেবে ৩টি গাড়ীর জন্য ৩জন ট্রাস্টি এবং ১জন ট্রাস্টের কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। সরকারি বিধান মোতাবেক তাঁরা সকল ভাতাদি প্রাপ্ত হবেন।

ঙ. উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে তীর্থ পরিচালনাকারী অপারেটর নির্ধারণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

চ. তীর্থযাত্রী সংগ্রহে প্রচার এবং প্রত্যেক ট্রাস্টিকে প্রাথমিকভাবে ৩জন করে তীর্থযাত্রী সরবরাহ করার অনুরোধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হল।

ছ. তীর্থযাত্রী ১০০ জন ধরে বিজ্ঞাপন দিলেও এ সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে।

সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তীর্থ তীর্থভ্রমণ বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।

আলোচনা: সভায় তীর্থ ভ্রমণ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, করোনার কারনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে চলতি অর্থবছরে তীর্থভ্রমণ বাস্তবায়ন কমিটির গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ স্থগিত করে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

সিদ্ধান্ত ২(গ): তীর্থভ্রমণ বাস্তবায়ন কমিটির গৃহিত **সুপারিশসমূহ বর্তমান করোনার কারণে সৃষ্ট সার্বিক পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হল।**

২৯/৫/২০২০

প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সভা:

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় অবহিত করেন যে, বিগত ১৮/০৩/২০২০ তারিখে প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সভাপতি শ্রী নান্টু রায়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

ক. সচিব, ট্রাস্ট আগামী সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের খসড়া বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

খ. "সনাতনী কথা" নামে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মুখপত্র প্রতি ৩ মাস অন্তর অন্তর প্রকাশিত হবে।

গ. "অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু"নামে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যেগে মে মাসের ০২ তারিখ খুলনায় এবং ১৬ তারিখ দিনাজপুর এছাড়া জুন মাসের ০৫ তারিখ রাজশাহী এবং ২৭ তারিখ ঢাকায় সভা/সেমিনার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার জন্য সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

আলোচনা: সভায় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটি কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্তসমুহ বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, চলতি অর্থবছরে করোনার কারনে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ স্থগিত করে পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

সিদ্ধান্ত ২(ঘ): সভায় সবাই একমত প্রদান করায় প্রচার ও প্রকাশনা কমিটির **সুপারিশসমূহ বর্তমান করোনার কারণে সৃষ্ট সার্বিক পরিস্থিতিতে স্থগিত করা হল।**

অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির সভা:

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় অবহিত করেন যে, বিগত ১৮/০৩/২০২০ তারিখে অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির সভাপতি শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, এমপি এর সবাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

১: ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন করার জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিররণী গৃহিত হল।

২: পরবর্তী ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার জন্য "অভ্যন্তরীণ অডিটি কমিটি"র কার্যপরিধি পুন: নির্ধারণ করার নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হল।

ক) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম ৩ মাস পর পর পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

খ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের শুরু থেকে অমিমাংশিত সকল অডিট আপত্তিসমূহ মিমাংসার জন্য পর্যালোচনা পূর্বক মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা যেতে পারে।

গ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সকল প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রকল্প স্টিয়ারীং কমিটির সদস্য হিসাবে অত্র কমিটির সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এজন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় পত্র দিতে হবে।

ঘ) হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করা।

৩ (ক) ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদনক্রমে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের অধীনে চলমান এবং সমাপ্ত কর্মসূচীর কার্যক্রম পরিদর্শন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল।

৩ (খ) সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সমাপ্ত কর্মসূচীর কাজ সমূহের খরচের চুড়ান্ত বিবরণী সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নিকট আগামী ১৫ দিনের মধ্যে চেয়ে পত্র পাঠাবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল।

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ আলোচনার জন্য সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

আলোচনা: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা।

সিদ্ধান্ত ২(ঙ): অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে সভায় অনুমোদন করা হল।
বাস্তবায়নকারী: সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির সভা:

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় অবহিত করেন যে, বিগত ১৪/০৫/২০২০ খ্রি: তারিখে অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি শ্রী সুব্রত পালের সভাপতিত্বে অনলাইনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় করোনার কারনে সৃষ্ট সার্বিক পরিস্থিতিতে চলতি বছরের অব্যায়িত অর্থ ব্যায় করার নিমিত্বে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ বাজেট সংশোধনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়।

ক্রম	বিবরণ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ
০১	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতাদি	৭৭,২০,০৮৪.০০	৭৭,২০,০৮৪.০০
০২	মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন	১,২৫,০০০.০০	১,২৫,০০০.০০
০৩	মঠ/মন্দির/আশ্রম ও দুঃস্থ অনুদান	২,৯৯,০০,০০০.০০	২,৯৯,০০,০০০.০০

ক্রম	বিবরণ	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ
০৪	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে প্রদানের জন্য বই ক্রয়	৩,০০,০০০.০০	০০.০০
০৫	বোর্ড ও কমিটির সভার সম্মানী	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
০৬	চেকে যুগ্ম-স্বাক্ষরের সম্মানী	৩৬,০০০.০০	৩৬,০০০.০০
০৭	সম্মানিত ট্রাস্টিগণের সভায় যোগদানের জন্য ভ্রমণ ভাতা	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
০৮	সম্মানিত ট্রাস্টিগণের ট্রাস্টের কাজে গমন জনিত ভ্রমণ ভাতা	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
০৯	তীর্থ ভ্রমণ সংক্রান্ত ট্রাস্টের ব্যায় (মোট প্রস্তাবিত ব্যায় ১,০০,০০,০০০- আয় ৫০,০০,০০০)=	৫০,০০,০০০.০০	০০.০০
১০	চুক্তিভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন ভাতা	১৭,০০,০০০.০০	১৭,০০,০০০.০০
১১	নতুন প্রকল্প প্রণয়ন ব্যয়	৪,৫০,০০০.০০	০০.০০
১২	ট্রাস্টের সম্পদ বৃদ্ধি কল্পে ব্যাংকে স্থায়ী জামানত	৫০,০০,০০০.০০	৫০,০০,০০০.০০
১৩	টেলিফোন ও ইন্টারনেট ব্যয়	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
১৪	কর্মচারীদের যাতায়াত ভাতা	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
১৫	মনোহারী দ্রব্যাদি ব্যয়	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০
১৬	আপ্যায়ন ব্যয়	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
১৭	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত ব্যয়	৩,০০,০০০.০০	০০.০০
১৮	কম্পিউটার সংরক্ষণ ও ফটোকপি	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
১৯	গাড়ীর জ্বালানী ব্যয়	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
২০	বিদ্যুৎ বিল ব্যয়	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০
২১	অতিরিক্ত কাজ (গাড়ী চালক)	১,৫০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
২২	উৎসব ও অনুষ্ঠান	১৮,০০,০০০.০০	১৮,০০,০০০.০০
২৩	ব্যাংক চার্জ ব্যয়	৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০
২৪	ডাক ও তার	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০
২৫	কর্মকর্তা, কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয়	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
২৬	প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তার গাড়ী	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০
২৭	গাড়ী মেরামত /সংরক্ষণ	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
২৮	বিজ্ঞাপন ব্যয়	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
২৯	পানি ব্যয়	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০
৩০	কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ভ্রমণ ভাতা ব্যয়	১২,৬৬,০০০.০০	২,৬৬,০০০.০০
৩১	অফিস ভাড়া ব্যয়	১৩,০০,০০০.০০	১৩,০০,০০০.০০
৩২	গীতা প্রতিযোগীতা বাস্তবায়ন ব্যয়	৫,০০,০০০.০০	০০.০০
৩৩	মুদ্রণ, ছাপা ব্যয়	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
৩৪	জমি রেজিস্ট্রি	৫,০০,০০০.০০	০০.০০
৩৫	মুজিববর্ষ/ সভা-সেমিনার	৫০,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
৩৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীর ইনসেনটিভ	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
৩৭	গাড়ী ক্রয় ব্যয়	৬৫,০০,০০০.০০	৬৫,০০,০০০.০০
৩৮	বৃত্তি প্রদান	২৫,০০,০০০.০০	০০.০০
৩৯	দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণ	১০,০০,০০০.০০	০০.০০
৪০	কর্মসূচীর জামানত ফেরত	৫,০৫,৯৭৮.০০	৫,০৫,৯৭৮.০০
৪১	করোনায় অস্বচ্ছল হিন্দুর জন্য সহায়তা প্রদান	০০.০০	১,৫০,০০,০০০.০০
৪২	করোনায় হিন্দু মৃতদেহ সৎকার	০০.০০	১১,০০,০০০.০০
	সর্বমোট	৭,৫৪, ৬৮, ০৬২.০০	৭,৫৪, ৬৮, ০৬২.০০

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির সিদ্ধান্তটি আলোচনার জন্য সভায় প্রস্তাব উপস্থাপন করেন।

আলোচনা: সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, করোনার কারণে সৃষ্ট সার্বিক পরিস্থিতিতে অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির চলতি বছরের বাজেট সংশোধনের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করা যায়।

সিদ্ধান্ত ২(চ): সভায় অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট সংশোধনের সুপারিশটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হল।

সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির ২নং সিদ্ধান্ত করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল-কর্মহীন হিন্দুদের নগদ অর্থ সহায়তার নীতিমালার প্রস্তাবনাটি সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত অস্বচ্ছল-কর্মহীন হিন্দুদের নগদ অর্থ সহায়তার নীতিমালা;

ক) সম্মানিত ট্রাস্টি সংশ্লিষ্ট জেলার এপিডি (মশিগশি প্রকল্প), পূজা উদযাপন পরিষদ, ও এলাকার বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দের সহায়তায় অস্বচ্ছল-কর্মহীন হিন্দুদের তালিকা তৈরি করবেন।
খ) সম্মানিত ট্রাষ্টি কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ট্রাস্ট অফিস থেকে মোবাইল ব্যাংকিং পরিসেবা "বিকাশ/রকেট/নগদ" এর মাধ্যমে সরাসরি প্রাপকের হিসাবে প্রেরণ করা হবে।
গ) "বিকাশ/রকেট/নগদ" এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণে স্থানান্তর খরচ ট্রাষ্ট অফিস হতে বহন করা হবে।
ঘ) তালিকায় উল্লেখিত অস্বচ্ছল-কর্মহীন হিন্দু পরিবার প্রতি ১,৫০০.০০ (এক হাজার পাচ শত) টাকা প্রদান করা হবে।
ঙ) উপজেলা, জেলা ও মহানগর ভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে হবে।
চ) নির্ধারিত ছকে আবেদন সংগ্রহ ও তালিকা তৈরি করতে হবে।
ছ) নাম, ঠিকানা, পেশা, অন্য কোন সংস্থা হতে সাহায্য গ্রহণ করছেন কিনা, এনআইডি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে রেজিষ্ট্রিকৃত মোবাইল ব্যাংক হিসাবের "বিকাশ/রকেট/নগদ" নম্বর তালিকায় থাকতে হবে।
জ) সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে কর্মরত কর্মচারী, এনজিও কর্মীগণ এ সুবিধা পাবে না।
ঝ) যারা সরকারি সেফটি নেট এর আওতায় তালিকাভূক্ত তারা ট্রাস্টের এই নগদ অর্থ সহায়তা পাবে না।
ঞ) যারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত সরকারি ২,৫০০.০০ (দুই হাজার পাচ শত) টাকা পেয়েছেন তারা এ সহায়তা পাবে না।
ট) সমাজের বিত্তশালীরাও ট্রাস্টের মাধ্যমে গরীব পরিবারকে সহায়তা প্রদান করতে পারবেন।
ঠ) নির্ধারিত ছকে তালিকা তৈরি করে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্মানিত ট্রাষ্টি অনুমোদন করে ট্রাষ্ট অফিসে জমা প্রদান করবেন।
ড) এই বাজেট বরাদ্দের টাকা সকল ট্রাস্টির মধ্যে সমান বরাদ্দ বিভাজন করা হবে।
ঢ) "বিকাশ/রকেট/নগদ" সেবা প্রদানকারী সংস্থার অফিস হতে প্রাপ্ত অর্থ বিতরণ তালিকা সরকারি অডিট কাজে "অর্থ প্রাপ্তি স্বীকার পত্র" হিসাবে বিবেচিত হবে।

আলোচনা: সভায় নীতিমালা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সচিব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণাণয় জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে "বিকাশ/রকেট/নগদ" সেবা প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে নগদ অর্থ বিতরনে গৃহিত আইনগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহায়তার বিষয়টি যাচাই করার পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন। যথাযথ আইনগত ও প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে উক্ত নীতিমালাটি গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে মতামত প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত ২(ছ): সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মাধ্যমে সম্প্রতি বিতরণকৃত অর্থের জন্য গৃহিত আইনগত ও প্রযুক্তিগত বিষয়াদি পরীক্ষা করে নীতিমালা অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।

বাস্তবায়নকারী: সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির গৃহিত অপর সিদ্ধান্ত করোনায় মৃত হিন্দুদের সৎকার বাবদ জেলাভিত্তিক অগ্রিম ২টি খরচের সর্বোচ্চ মোট টাকা ১৪,০০০.০০ (চৌদ্দ হাজার টাকা) টাকা সংশ্লিষ্ট জেলার এপিডি (মশিগশি) এর নিকট অগ্রিম ”বিকাশ” মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পাঠানোর বিষয়টি সভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

আলোচনা: আলোচনায় অংশ নিয়ে সভার সভাপতি ও ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জানান যে, করোনায় মৃতদেহ সৎকার অত্যন্ত জরুরী বিবেচ্য। অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির গৃহিত সিদ্ধান্ত করোনায় মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রতি জেলার এপিডি (মশিগশি) এর নিকট ১৪,০০০.০০ টাকা ”বিকাশ” মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে অগ্রিম প্রদান বিষয়টি অত্যান্ত যুক্তিযুক্ত। করোনায় মৃতদেহ সৎকারে সারাদেশে তাৎক্ষণিক নগদ অর্থ প্রয়োজন। প্রতি জেলায় এপিডিদের কাছে অগ্রিম প্রদান করলে সৎকার কাজ সহজ হবে। তিনি এ বিষয়ে সবার মতামত জানতে চান। সভায় সিদ্ধান্তটি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণের পক্ষে মতামত প্রকাশ করা হয়।

<u>সিদ্ধান্ত ২(জ):</u> অর্থ ও পরিকল্পনা কমিটির গৃহিত সুপারিশ করোনায় মৃতদেহ সৎকারের জন্য প্রতি জেলার এপিডি (মশিগশি) এর নিকট অগ্রিম ১৪,০০০.০০ (চৌদ্দ হাজার) টাকা “বিকাশ” মোবাইল ব্যাংকিং মাধ্যমে সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রদানে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হল।

বাস্তাবয়নকারী: সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

আলোচ্য বিষয় ৩। চলমান কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা।

সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভাকে অবহিত করেন যে, চলমান শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রীশ্রী সিদ্বেশ্বরী কালী মন্দির সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২০ শেষ হবে। আজ অবধি কর্মসূচীটির মোট বাজেট বরাদ্দ ৯৭৫.৬৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ৪২৬.১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে। বাকী ৫৪৯.৫৪ লক্ষ টাকা হতে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সম্পাদিত কাজের বিল প্রদানের পর

২৭/৬/2020

অবশিস্ট অর্থ সরকারের নিকট ফেরত প্রদান করতে হবে। কর্মসূচীটির মেয়াদ ইতোপূর্বে একবছর বৃদ্ধি করায় পুনরায় মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিষয়টি পর্যালোচনান্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

আলোচনা: সভায় আলোচনায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন সদস্য বলেন যে, ঢাকেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির দুটির সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কাজ দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান বিশ্ব মহামারী করোনার কারণে কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। কর্মসূচীটি সরকারের সহায়তায় ঢাকায় অবস্থিত দুটি বিখ্যাত মন্দির সংশ্লিস্ট হওয়ায় এর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট হতে প্রস্তাব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে তিনি উপস্থিত সভার মতামত জানতে চান। উপস্থিত সকলে এই প্রস্তাবের সাথে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ৩: সভায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির ও শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সংস্কার, মেরামত ও উন্নয়ন কর্মসূচীটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বাস্তবায়নকারী: সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সচিব হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সভায় বিবিধ আলোচনার জন্য প্রস্তাব করেন। এ পর্যায়ে ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী সুব্রত পাল সভায় বলেন যে, বর্তমান সময়ে করোনায় হিন্দু মৃতদেহ সৎকারের জন্য সারাদেশে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট একটি অফিস আদেশ জারী করেছে। বাস্তবে করোনায় মৃত হিন্দুদের সৎকারে মানসম্পন্ন শ্মশান স্বল্পতার জন্য জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। মৃত হিন্দুদের সৎকারের জন্য সারাদেশে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নতুন শ্মশান তৈরী বা পুরাতন বিদ্যমান শ্মশান উন্নয়ন ও সংস্কার করে আধুনিক শ্মশানে রূপান্তর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি ট্রাস্টের বর্তমান সভাপতি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে উপস্থিত সকল ট্রাস্টির দৃস্টি আকর্ষণ করেন।

এ ছাড়াও তিনি সভায় মতামত প্রদান করেন যে, বিগত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত ট্রাস্টের সংস্থাপন খরচ সরকারের বাজেটে চলমান ছিল। চলতি অর্থবছরের বাজেট হতে ট্রাস্টের সংস্থাপন ব্যয় তথা অফিস ভাড়া, কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি সরকারের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ বন্ধ করা হয়। ফলে উক্ত খরচসমূচ বর্তমান ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের সুদের টাকায় প্রদান করা হচ্ছে। এতে ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য দেশের হিন্দু জনগণের কল্যাণ সাধনে বিভিন্ন বাজেট বরাদ্দ কমে যাচ্ছে। আগামীতে সরকারের রাজস্ব বাজেটে ট্রাস্টের সংস্থাপন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে তিনি মনে করেন।

এ ছাড়াও তিনি সভায় মতামত প্রদান করেন যে, বিশ্ব মহামারী করোনার ফলে দেশব্যাপি করোনায় মৃত হিন্দুদের সৎকারে মশিগশি প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু ট্রাস্টের নিজস্ব স্থায়ী জনবলের পরিবর্তে প্রকল্পের জনবল দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হচ্ছে, সেহেতু হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সার্বিক কাজে জটিলতা দেখা দিচ্ছে। করোনায় মৃতদেহ সৎকারসহ ট্রাস্টের সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সারাদেশে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে স্থায়ী জনবল কাঠামো দরকার।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, দেশে হিন্দুদের সার্বিক কল্যাণে মানসম্পন্ন শ্মশানের বিষয়টি বাস্তবতার বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাছাড়া, ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা, অফিস ভাড়াসহ সংস্থাপন ব্যয়ও সরকারের রাজস্ব বাজেট হতে ব্যয় করা বাঞ্জনীয়। এ বিষয় দুটিতে উপস্থিত সকল সদস্য সভাপতির সাথে একমত পোষন করায় তা সিদ্ধান্ত আকারে গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ৪ (ক): সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে মৃত হিন্দুদের সৎকারের জন্য সারাদেশে বিদ্যমান শ্মশানের উন্নয়ন ও সংস্কার এবং যে সকল স্থানে বর্তমান শ্মশান বিদ্যমান নেই, সে সকল স্থানে নতুন শ্মশান নির্মানের সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ৪ (খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতা, অফিস ভাড়াসহ সংস্থাপন ব্যয়ও সরকারের রাজস্ব বাজেটের অন্তভূক্তি করতে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দ্রুত একটি প্রস্তাব ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নকারী: সচিব, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

বিবিধ আলোচনায় ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি অংশগ্রহণ করে বলেন যে, আজকের সভাটি প্রানবন্ত আলোচনা হয়েছে। হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে দেশের হিন্দু জনগণের জন্য সবাইকে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান। তিনি মতামত ব্যাক্ত করেন যে, করোনায় দুস্থদের ১.৫ কোটি টাকা বিতরণের নীতিমালার (ড) এ "এই বাজেট বরাদ্দের টাকা সকল ট্রাস্টির মধ্যে সমান বরাদ্দ বিভাজন করা হবে" এর পরিবর্তে বাজেট বরাদ্দের টাকা "জেলাভিত্তিক হিন্দু জনগণের মধ্যে আনুপাতিক হারে" বিভাজনের প্রস্তাব করেন। সভায় উপস্থিত সভার সভাপতিসহ সকল সদস্য উপরোক্ত মতামতের পক্ষে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ৫: করোনায় দুস্থদের ১.৫ কোটি টাকা বিতরণের নীতিমালার (ড) এ "এই বাজেট বরাদ্দের টাকা সকল ট্রাস্টির মধ্যে সমান বরাদ্দ বিভাজন করা হবে" এর পরিবর্তে বাজেট বরাদ্দের টাকা "জেলাভিত্তিক হিন্দু জনগণের মধ্যে আনুপাতিক হারে" বিভাজনের প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হল।

২৯/৮/২০২০

বিবিধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মনোরঞ্জন শীল গোপাল, এমপি বলেন যে, বর্তমান অর্থবছরে অল্প কিছু সময় রয়েছে। এর মধ্যে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ট্রাস্টের বাজেট ব্যায় করতে হবে যেন কোন অব্যায়িত অর্থ ফেরত না যায়। তিনি আজকের সভায় গৃহিত সকল সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ প্রাণগোপাল দত্ত বলেন যে, তার এলাকায় সারাদেশে মন্দির সংস্কার প্রকল্পটি যেন স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। তিনি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সাথে তার এলাকার মন্দির সমূহ পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনিও ট্রাস্টের সকল কাজ স্বচ্ছতার সাথে, সরকারি বিধি মোতাবেক সম্পন্ন করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আজকের সভায় গৃহিত সকল সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন।

সভায় আর কোন বিষয়ে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক আলোচনা উপস্থাপন না করায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/৬/২০২০

শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ
সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
(সভার সভাপতির অবর্তমানে)

স্মারক নম্বর: ১৬.০৫.০০০০.০০৩.০৬.০৮৭.১১.২৪১

তারিখ: ২৯.০৬.২০২০ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য-

০১. শ্রী নারায়ণ চন্দ্র চন্দ, এমপি, সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০২. শ্রী মনোরঞ্জন শীল গোপাল, এমপি, সম্মানিত সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৩. শ্রী সুব্রত পাল, সম্মানিত ভাইস-চেয়ারম্যান, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৪. শ্রী/শ্রীমতী ....
সম্মানিত ট্রাস্টি, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৫. যুগ্মসচিব (সংস্থা), ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০৬. প্রকল্প পরিচালক, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, সমগ্রদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প, হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
০৮. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. সচিবের একান্ত সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. উপপরিচালক (ফোকাল পয়েন্ট ও তথ্য কর্মকর্তার দায়িত্বে নিয়োজিত), হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট।
১১. অফিস/মাস্টার কপি।

২৯/০৬/২০২০

(বিষ্ণু কুমার দাস)
সচিব
হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট